কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

ইউজিসি'র গবেষণা প্রকল্পে অনুমোদন পেল চার শিক্ষকের গবেষণা প্রস্তাব
পড়ুন ২ এর পাতায়

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হকিতে রানার আপ কুবি হকি দল
পড়ুন ৩ এর পাতায়

'শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা গবেষণায় বড় একটা ভূমিকা পালন করে'
পড়ুন ৩ এর পাতায়

৬ষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা (মার্চ, ২০২৩)। শুক্রবার, ৩১ মার্চ, ২০২৩ খ্রি. ১৭ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ৮ রমজান, ১৪৪৪ হিজরি। www.cou.ac.bd (CoU Barta), http://www.facebook.com/PR.office

আন্তর্জাতিক জার্নালে উচ্চমানের প্রকাশনা

প্রথমবারের মতো কুবিতে ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড চালু

বার্তা প্রতিবেদক

গবেষণা খাতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মতো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) চালু হয়েছে 'ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড'। তিনটি ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন বিভাগের মোট ১৭ জন শিক্ষক এ বছর এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

২০২১-২২ সালে 'হাই ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নাল' এর প্রকাশনার ভিত্তিতে ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ডের জন্য সাধারণ, বিশেষ ও শ্রেষ্ঠ গবেষক- এই তিনটি ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে সাধারণ ক্যাটাগরিতে ১০ জন, বিশেষ ক্যাটাগরিতে তিনজন ও শ্রেষ্ঠ গবেষক হিসেবে চারজন শিক্ষক এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

সাধারণ ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার পেয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পার্থ চক্রবর্তী ও একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মেশকাত জাহান, ফার্মেসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক প্রদীপ দেবনাথ ও সাদিয়া জাহান, রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আবদুল মাজেদ পাটোয়ারী এবং একই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শারমিন

পরবর্তী অংশ ২এর পাতায়

করোনায় সেবাদানকারী ব্যাংকারদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, নিরাপত্তাহীনতা বিশ্লেষণ ও করোনা মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপের কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন নিয়ে গবেষণা করে ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার। ছবি: জনসংযোগ দপ্তর

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন কুবি উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ অন্যান্যরা। ছবি: জনসংযোগ দপ্তর

আমাদের হতে হবে স্মার্ট নাগরিক : শিক্ষামন্ত্রী

বার্তা প্রতিবেদক

'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃত জ্ঞান সৃষ্টি ও চর্চার জায়গা হয়ে উঠুক, এমনটিই আমরা চাই। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা দেশ গড়ার স্লোগান শুনতে চাই। লাইব্রেরি যেন শুধু বিসিএস পরীক্ষা প্রস্তুতি কেন্দ্র না হয়। যে যত ভালো অবস্থানেই যাই না কেন আগে শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে হবে, একজন ভালো মানুষ হতে হবে, শত ত্যাগে পাওয়া এই মাতৃভূমিকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। যুগের চাহিদা পূরণে আমাদের হতে হবে স্মার্ট নাগরিক।'

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন শিক্ষককে গবেষণা-নৈপুণ্যের সম্মাননস্বরূপ ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি (এমপি)।

গত ১৯ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৫ টায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ৪১১ নং কক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আব্দুল মঈনের সভাপতিত্বে নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক অমিত দত্ত ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শারমিন সুলতানার সঞ্চালনায় এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকদের হাতে সম্মাননা ও সনদ তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি (এমপি)।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত আনন্দের দিন। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন শিক্ষকদের জন্য আজকে প্রথম বারের মতো শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন। তিনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য অ্যাকাডেমিক প্যুানে দৃষ্টিপাত করছেন। আজকে যেমন তাকে আমরা আমাদের পাশে পেয়েছি, সামনেও পাবো বলে আশা করি।'

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, 'এই অ্যাওয়ার্ড ও উদ্যোগের জন্য উপাচার্যকে ধন্যবাদ। গুচ্ছ পরীক্ষার প্রাপ্ত অর্থ শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়ার মতো একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য আবারও ধন্যবাদ।'

গঠনমূলক, নির্ভরযোগ্য, অর্থবহ ও টেকসই শিক্ষাব্যবস্থার বার্তা উপাচার্যের

বার্তা প্রতিবেদক

একটি গঠনমূলক, নির্ভরযোগ্য, অর্থবহ ও টেকসই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। সম্প্রতি চালু হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ওয়েবসাইটে লিখিত বক্তব্যে তিনি এ বার্তা দেন।

বার্তায় বলা হয়, 'দেশ ও জাতি গঠনে অগ্রসর ভূমিকা রাখতে বাংলাদেশের এই ভবিষ্যত উদ্ভাবক, চিন্তাবিদদের শিক্ষিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সরকারি, বেসরকারি, অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে একজন সফল নেতা হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করতে আমরা সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করব।'

'আমরা বিশ্বাস করি, গবেষণা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উপাদান। এই বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গবেষণার নেতৃত্ব দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা আমাদের লক্ষ্য। যা বর্তমান স্থানীয়, জাতীয় এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি বিশ্বকে সবার জন্য একটি শান্তিপূর্ণ জায়গা বিনির্মাণ , কীভাবে সুস্থ সম্প্রদায় গড়ে তোলা যায় সে বিষয়ে আমাদের গবেষণা হবে বিস্তৃত। অ্যাকাডেমিয়া, থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এবং দেশ-বিদেশের কমিউনিটি সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় আমরা আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনভাবে বাস্তবায়ন করতে চাই।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন আরও বলেন, 'দীর্ঘদিনের চেষ্টায় আমরা নতুন একটি ওয়েবসাইট সবার সামনে উন্মোচন করতে পেরেছি। এভাবে সামনের দিনে আরও নতুন নতুন বিষয় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হবে।'

সেরা গবেষকের তালিকায় উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষসহ কুবির ৬১ গবেষক

বার্তা প্রতিবেদক

গত বছরের মতো এ বছরেও অ্যালপার ডগার (এডি) সায়েন্টিফিক ইনডেক্স র‍্যাংকিং-২০২৩ এ সেরা গবেষকদের তালিকায় স্থান পেয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামানসহ বিভিন্ন বিভাগের আরও ৬১ জন শিক্ষক।

গত ২ জানুয়ারি বিশ্বের ২১৬ টি দেশের ১৯ হাজার ৫২৬ টি প্রতিষ্ঠানের ১২ লাখ ৩৩ হাজার ৫০২ জন গবেষকের তালিকা প্রকাশ করেছে এ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সের ওয়েবসাইট সূত্রে জানা যায়, ১২টি ক্যাটাগরিতে গবেষকদের ভাগ করা হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের ১৬৮টি প্রতিষ্ঠানের ছয় হাজার ৩৩৫ জন গবেষক স্থান পেয়েছেন। এর মধ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছেন কুবির বিভিন্ন বিভাগের ৫৯ জন গবেষক।

তালিকা অনুযায়ী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আব্দুল মঈন ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান স্থান পেয়েছেন এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের তালিকায়।

প্রকাশিত তালিকায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মধ্যে প্রথম এবং বাংলাদেশের গবেষকদের মধ্যে এক হাজার ৪৯১তম স্থানে রয়েছেন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন। তার মোট সাইটেশন সংখ্যা ৬২৮।

তালিকায় স্থান পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক হলেন, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. তোফায়েল হোসেন মজুমদার, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. গোলাম মর্তুজা তালুকদার।

এছাড়া আরও রয়েছেন আজমল আলী কাউছার, মাহমুদুল হাসান, মো. খলিলুর রহমান, মোহা. কামাল হোসেন, মো. সোলাইমান, ড মো. হায়াদউল্লাহ খান, ফয়েজ আহমেদ, ড. মো. আবদুল মাজেদ পাটোয়ারী, সাইফুর রহমান, নয়ন বনিক, মো. ওয়ালী উল্লাহ, মো. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ, মো. মশিউর রহমান, মো. হাসান হাফিজুর রহমান, তারিক হোসেন, মো. তোফায়েল আহমেদ, শহিদুল ইসলাম, হুমায়ুন কাইসার, কাজী ওমর সিদ্দিকী, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মাহবুব, নবিন কর কুন্ডু, মাকসুদুর রহমান, মো. মমিনুর রহমান, আমান মাহবুব।

মাহমুদা খাতুন, এন এম রবিউল আউয়াল চৌধুরী, মো. সাইফুর রহমান, মো. আবদুল হাকিম, মো. রাকিব হাসান, বিশ্বজিৎ চন্দ্র দেব, জাহাঙ্গীর আলম, সংগীতা বসাক, অদিতি সরকার, মোহাম্মদ রেজাউল করিম, আফরিনা আক্তার মিতু, মো. সাহেদুর রহমান, মো. কামাল হোসেন চৌধুরী, মো. ফরহাদ হোসেন,

পরবর্তী অংশ ২ এর পাতায়

কুবিতে প্রথমবারের মতো ছাত্রীদের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) প্রথমবারের মতো নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হল ও শেখ হাসিনা হলের মধ্যে আন্তঃহল (ছাত্রী) প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ খেলায় বিজয়ী হয়েছে নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হল ক্রিকেট দল।

গত ২৪ জানুয়ারি সকাল সাড়ে নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ম্যাচটি শুরু হয়। ৮ ওভারের খেলায় টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শেখ হাসিনা হল ৪ উইকেটে ৫২ রান সংগ্রহ করে। এর জবাবে নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হল ৭ ওভার ৪ বলে ৫৩ রান করে ৭ উইকেটের বিশাল জয় লাভ পায়।

নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হলের অধিনায়ক অপর্ণা নাথ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারই প্রথম মেয়েদের টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে আর সেখানে আমরা জয়লাভ করেছি। উপাচার্য স্যারকে ধন্যবাদ এমন একটা টুর্নামেন্টের আয়োজন করার জন্য। এর ফলে মেয়েরা শারীরিক ও মানসিকভাবে আরও শক্তিশালী হবে। আমি চাই এমন টুর্নামেন্ট যেন প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। শেখ হাসিনা হলের মেয়েরাও অনেক ভালো খেলেছে। আমরা খেলাটা অনেক উপভোগ করেছি।'

শেখ হাসিনা হলের অধিনায়ক মাহমুদা তাহিরা বলেন, 'উপাচার্য স্যারকে ধন্যবাদ এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য। আমাদের খুব ভালো লাগছে এতে অংশগ্রহণ করতে পেরে। আশা করি ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। আমরা অল্পের জন্য হেরেছি। আমাদের মেয়েরা ভালো খেলেছে। ফয়জুন্নেছা হলের জন্য শুভকামনা। তবে পরেরবার আমরাই জিতবো ইনশাআল্লাহ।'

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

ছাত্রীদের জন্য অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হল ও শেখ হাসিনা হলের ছাত্রীরা। ছবি: আসিফ মাহমুদ

নারী শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুম ও খেলার মাঠে সমানভাবে অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারই প্রথম মেয়েদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের পাশাপাশি নারীরাও সমানতালে এগিয়ে যাক এটাই প্রত্যাশা। আশা করি কোন একদিন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরাও জাতীয় কোন টুর্নামেন্টে নেতৃত্ব দেবে। আর এই টুর্নামেন্ট ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হবে।'

ওয়েবমেট্রিক্স র‍্যাংকিংয়ে আরও ৪২০ ধাপ এগিয়েছে কুবি

বার্তা প্রতিবেদক

ওয়েবমেট্রিক্স র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৪২০ ধাপ এগিয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান চার হাজার ৮২৯তম। গত বছর যার অবস্থান ছিল পাঁচ হাজার ২৪৯তম।

সম্প্রতি স্পেনের মাদ্রিদভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ওয়েবমেট্রিক্স তাদের ওয়েবসাইটে এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে ওয়েবমেট্রিক্স প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের সেরা পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটিই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। গত বছর প্রথম অবস্থানে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির জায়গা হয়নি সেরা পাঁচেও। এ বছর প্রথম স্থানে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, দ্বিতীয় স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি, তৃতীয় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি), চতুর্থ ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি, বার্কলি আর পঞ্চম অবস্থানে আছে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

এই র‍্যাংকিং তৈরিতে ওয়েবমেট্রিক্স প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ভূমিকা বিবেচনা করে থাকে।

পরবর্তী অংশ ৩ এর পাতায়

‘বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ বিজয় লাভ করে’

বার্তা প্রতিবেদক

‘১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ বিজয় লাভ করে। রিজার্ভ শূন্য থাকা একটি দেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে তিনি দেশ গড়ার কাজে হাত দেন এবং একেবারে অল্পসময়েই বাংলাদেশকে একটি স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর দরজা সবসময়ই সবার জন্য খোলা ছিল। নেতা কিংবা কর্মী বলে তিনি কখনও ভেদাভেদ দেখান নাই।’

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শাম্মী আহমেদ তোলার মাধ্যমে।

বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এমন মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শাম্মী আহমেদ।

কুবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের আয়োজনে গত ১২ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) এই আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি কাজী ওমর সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আব্দুল মঈন। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শাম্মী আহমেদ।

এ সময় ড. শাম্মী আহমেদ আরও বলেন, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে যে কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন তার সূচনাই সেই সময় বঙ্গবন্ধু করে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বঙ্গবন্ধুকেই স্বাধীনতা বিরোধীরা ৭৫ সালে হত্যা করে। এখন সময় এসেছে এর প্রতিশোধ নেওয়ার। তবে আমাদের প্রতিশোধ হবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য ড. মঈন বলেন, বঙ্গবন্ধু এমন একজন নেতা যিনি সারাজীবন বাংলাদেশের জন্য, মুক্তিকামী মানুষের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কাজ করে গেছেন। অনেক ত্যাগের মাধ্যমে আমাদেরকে এই দেশ উপহার দিয়েছেন।

মহানুভবতা ও ক্ষমাশীলতা ছিল বঙ্গবন্ধুর দুইটি বড় গুণ। বঙ্গবন্ধুর আরেকটি বড় গুণ হল তিনি কখনও থেমে থাকেননি। তার মতো এমন ত্যাগী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ বর্তমানে দেখা যায় না। যার ফলে তিনি একসময় হয়ে উঠেছিলেন সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের নেতা।

এর আগে গত ১০ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস-২০২৩ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কুবির ৬১ গবেষক

প্রথম পাতার পর

মো. মঈনুল হাছান, কৃষ্ণ কুমার সাহা, চৌধুরী শাহরিয়ার মোজাম্মেল, সজিব রহমান, নাহিদা আফরোজ, মুহাম্মদ মাহবুব রহমান মানিক, আব্দুল আহাদ, মো. নাজমুল হক, মোহাম্মদ ওমর ফারুক ও রেজওয়ান ইসলাম।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, ‘এভি বৈজ্ঞানিক সূচকে আমাদের শিক্ষকদের প্রোফাইলের ক্রমাগত বৃদ্ধি অবশ্যই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি বড় অর্জন। আমি শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানাই। আশা করব, অন্য শিক্ষকরা গবেষণায় আরও নিয়োজিত হবেন এবং তাদের গবেষণা উচ্চ মানের জার্নালে প্রকাশ করবেন।’

উপাচার্য আরও বলেন, ‘আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি টেকসই গবেষণা সংস্কৃতি তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা উচ্চমানের গবেষণার শিক্ষকদের সক্ষমতা তৈরিতে ক্রমাগত তাদের সমর্থন করে এবং গবেষণাকে উৎসাহিত করে এমন একটি অ্যাকাডেমিক পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করব।’

উল্লেখ্য, গত বছরের তুলনায় এবছর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ৩১ জন গবেষক এই তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন।

কুবিতে নতুন দুই স্থাপনা উদ্বোধন করলেন শিক্ষামন্ত্রী

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত ক্লাব কাম গেস্ট হাউস ও শিক্ষকদের ডরমেটরি ভবন দুইটি উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি। ছবি: কুবি বার্তা

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনির্মিত ক্লাব কাম গেস্ট হাউস ও শিক্ষকদের ডরমেটরি উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি। গত ১৯ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) কুবিতে প্রথমবারের মতো শিক্ষকদের ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড প্রদানকালে ভবন দুইটি উদ্বোধন করেন তিনি।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. দীপু মনি। উদ্বোধন শেষে কেক কাটা ও বৃক্ষরোপণ করেন তিনি। অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান।

এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শাখা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনিক কমকর্তা কমচারীরা

ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড

প্রথম পাতার পর

আক্তার রূপা। গণিত বিভাগের অধ্যাপক মো. আবদুল হাকিম, পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ আহম্মেদ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মিঠুন কুমার দাস এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (এআইএস) বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান।

বিশেষ ক্যাটাগরিতে মনোনীত শিক্ষকরা হলেন, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শরীফ হোসেন, গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার ও অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (এআইএস) বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বেলাল উদ্দিন।

শ্রেষ্ঠ গবেষক ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার পেয়েছেন ফার্মেসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. জান্নাতুল ফেরদৌস, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. খলিলুর রহমান ও একই বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিএসই বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পার্থ চক্রবর্তী বলেন, ‘এটা আসলে আমার জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া। আমি মনে করি, শিক্ষক হতে হলে আমাকে গবেষক হতে হবে। শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষণা আমার কাছে সবসময় আলাদা মূল্যায়ন পেয়ে এসেছে। দেশ-বিদেশের অনেক শিক্ষকের সঙ্গে আমি কাজ করে যাচ্ছি এবং সামনেও এই যাত্রা অব্যাহত থাকবে।’

ফার্মেসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাদিয়া জাহান বলেন, ‘ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড পেয়ে অনেক ভালো লাগছে। এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে । এর মাধ্যমে আমরা আরও উৎসাহ পাবো। ’

দিল্লির আন্তর্জাতিক সেমিনারে কুবির শিক্ষক

বার্তা প্রতিবেদক

ভারতের দিল্লিতে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দিয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক এন এম রবিউল আওয়াল চৌধুরী। তিনদিনব্যাপী এই সেমিনারে যোগ দিতে গত ৯ জানুয়ারি দেশ ছাড়েন তিনি।

এন এম রবিউল আওয়াল চৌধুরী

সেমিনারটি ইউনিভার্সিটি অব দিল্লীর রেসক্রিপ্টিং দ্য এনথ্রোপসিন: হেলথ, হ্যাপিনেস অ্যান্ড হোপ শীর্ষক ১১ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

এ বিষয়ে এন এম রবিউল আওয়াল চৌধুরী বলেন, ‘আমি এর আগে দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছি দুইবার। তাদের সাথে আমি আগে কাজও করেছি। এবার বক্তা হিসেবে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।’

তৃতীয় দিনের প্রথম সেশনে বক্তব্য রাখেন এন এম রবিউল আওয়াল চৌধুরী। তিনি তার আলোচনায় নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে যে রোগগুলো ছোঁয়াচে নয় সেই রোগগুলোতে মানুষ কীভাবে ভুগছে এবং তা নিয়ে কী করা উচিত এই বিষয়ে কথা বলেন।

এই সেমিনারে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, ভারতসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় ২৪জন আলোচক বিভিন্ন সেশনে আলোচনা করেন। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র আলোচক হিসেবে ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক এন এম রবিউল আউয়াল চৌধুরী।

থ্রিডি প্রিন্টেড মানব রোবট

শেষ পাতার পর

তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী। আমরা জেলা প্রশাসন রোবটটি তৈরিতে আর্থিক সহযোগিতা করেছি কেবল। এটি একটি টকিং রোবট। সে নিজেই নিজের পরিচয় দিতে পারে। ১৮০ ডিগ্রিতে রোবটটি মুভমেন্টও করতে পারে। সে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে রোবটটি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশা রাখি।’

শিক্ষার্থীদের এমন সাফল্যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। তিনি বলেন, ‘এটা দারুণ একটা মাই-লফলক বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নিজেদের সামর্থ্যের প্রমাণ রেখেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে গর্বিত করেছে।

এসব সাফল্য নিঃসন্দেহে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কাজ করবে। তারা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নতুন নতুন লার্নিং প্রজেক্টের অংশ হতে উৎসাহ পাবে। এমন একটি ইউনিক প্রকল্পে আমার শিক্ষার্থীদের সমর্থন জোগানোর পাশাপাশি মেন্টরিংয়ের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসানের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি চাই টিম কোয়ার্কা রোবোটিক্স সংশ্লিষ্ট সবাই এবং আমার অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যেন এ ধরণের কাজ অব্যাহত রাখে। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের অনুশীলনভিত্তিক অথেনটিক লার্নিংয়ে যুক্ত করার যেকোনো সুযোগকে স্বাগত জানাতে চাই। ’

ইউজিসি’র গবেষণা প্রকল্পে অনুমোদন পেল চার শিক্ষকের গবেষণা প্রস্তাব

বার্তা প্রতিবেদক

বাঁ থেকে (উপর) আইসিটি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. সাইফুর রহমান, মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান, (নীচে) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান খান ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান মিলকী

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) ২০২১-২২ অর্থবছরের গবেষণা প্রকল্পে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষকের গবেষণা প্রস্তাব চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইউজিসির রিসার্চ সাপোর্ট অ্যান্ড পাবলিকেশন ডিভিশনের উপ-পরিচালক রেখা রানী বাকচী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা যায়।

গবেষণা প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত চার শিক্ষক হলেন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জামান মিলকী, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. সাইফুর রহমান, মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাহফুজুর রহমান ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান খান।

এর মধ্যে শামসুজ্জামান মিলকী ‘কুমিল্লা জেলার স্থান-নাম: ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় প্রভাব’, সাইফুর রহমান ‘উইডস্রিং ইফেক্ট অন স্পিচ এনহ্যান্সমেন্ট ফর রিয়েল ওয়ার্ল্ড অ্যাপ্লিকেশনস’, মাহফুজুর রহমান ‘ইমপোক্ট অব সোশ্যাল কমার্স কনস্ট্রাক্টস অন ইয়াং কনজিউমারস, রেস্ট্রেক্ট ডিজিট ইনটেনশন: অ্যা ট্রুয়াল স্টেজ অ্যানালিটিক্যাল এপ্রোচ’ এবং মাহমুদুল হাসান ‘টুরার্ডস অ্যান আর্কিওলজিক্যাল এক্সপ্লিনেশন অব মুসলিম অকুপেশন ইন মহাস্থানগড় অ্যান্ড ইঁস হিস্টোরল্যান্ডস: অ্যাসপেক্টস ডিউরিং সুলতানেট অ্যান্ড মুঘল পিরিয়ড’ শীর্ষক গবেষণার জন্য এ প্রকল্পে নির্বাচিত হয়েছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শামসুজ্জামান মিলকী বলেন, ‘একজন গবেষক হিসেবে বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের। কুমিল্লার স্থান-নাম নিয়ে এখনও কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা হয়নি, তাই এই কাজের মাধ্যমে আমি সম্পূর্ণ নতুন কিছু তুলে ধরতে সক্ষম হবো বলে মনে করি।’

ছবিঘর

সকল বিভেদ ভুলে দোল যাত্রায় রঙ্গীন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ছবি: তাহরিন সুমাইয়া

১৪ মার্চ ‘বিশ্ব পাই দিবস’ উপলক্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের আয়োজনে পাই দিবস উদযাপন। ছবি: কুবি বার্তা

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হকি

রানার আপ কুবি হকি দল

বার্তা প্রতিবেদক

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ফাইনালে ২-০ তে পরাজিত হয়ে রানার্স আপ হয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুবি) হকি দল। গত ২৫ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হকি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফিরুজ জামানের সভাপতিত্বে প্রতিযোগিতার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উল্লেখ্য, আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

'বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গনে বন্ধুত্ব' এই স্লোগানকে ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের উপস্থিতিতে পুরস্কার গ্রহণ করছেন কুবি হকি দলের অধিনায়ক মো. এরশাদ হোসাইন। ছবি: কুবি বার্তা

প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃবিভাগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন আইন বিভাগ

বার্তা প্রতিবেদক

নতুন চ্যাম্পিয়ন হিসেবে শিরোপা জয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা শেষ করলো আইন বিভাগ। ছবি: কুবি বার্তা

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) 'আন্তঃবিভাগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৩' প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগকে ২৯ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আইন বিভাগ। গত ২৪ জানুয়ারি বেলা ১২ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে আইন বিভাগ ৫ উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ১৮৩ রান। জবাবে ১৮৪ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা বিভাগ তাদের সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৭ ওভার ১ বলে সংগ্রহ করে ১৫৩ রান। শুরু থেকেই দারুণ ছন্দে থাকা আইন বিভাগ খেলা শেষে ২৯ রানের জয় পায়।

ম্যাচ শেষে ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক ও নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল হকের সভাপতিত্বে এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজী এম. আনিছুল ইসলামের সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জামাল নাহের ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক নির্বাহী সদস্য বদরুল হুদা জেনু।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক নির্বাহী সদস্য বদরুল হুদা জেনু বলেন, 'আমি আইন বিভাগকে অভিনন্দন জানানোর আগে বিজিত দলকে অভিনন্দন জানাতে চাই। আসলে খেলার মাধ্যমে আমরা আনন্দ বেদনাকে আলিঙ্গন করতে শিখি। আশা রাখি, এই বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখবে।'

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জামাল নাহের বলেন, 'কুমিল্লাকে সবকিছুর পথিকৃৎ বলা হয়। তেমনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় এমন আয়োজনসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পথিকৃৎ হবে। নিজেদের তুলে ধরবে বিশ্বদরবারে।'

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'পনের দিন ধরে চলমান এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ভালোভাবে শেষ হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় কুবি পড়াশোনার পাশাপাশি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। যা প্রশংসাযোগ্য।'

টুর্নামেন্ট জুড়ে ১৫৬ রান ও ৫ উইকেট নিয়ে দুর্দান্ত ফর্মে থেকে আইন বিভাগের আব্দুল্লাহ আল সিফাত পেয়েছেন টুর্নামেন্ট ও ফাইনাল সেরার পুরস্কার।

উল্লেখ্য, গত ১১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি বিভাগের অংশগ্রহণে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. দুলাল চন্দ্র নন্দী, ক্রীড়া পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক মোহাম্মদ আইনুল হকের উপস্থিতিতে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

সাক্ষাৎকার

'শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা গবেষণায় বড় একটা ভূমিকা পালন করে'

হুমায়রা কবির

গবেষণা কাজে অসামান্য অবদানের জন্য কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো শিক্ষকদের ভাইস-চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়। গত ১৯ জানুয়ারি শিক্ষামন্ত্রী ড. দিপু মনি ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপস্থিতিতে ১৭জন শিক্ষককে তিনটি ক্যাটাগরিতে সনদ ও সম্মানী প্রদান করা হয়।

সাধারণ ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত তরুণ গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাদিয়া জাহান আলিকা প্রথমবারের মতো ইতিহাসের স্বাক্ষী হতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত। গবেষণা নিয়ে তার ভাবনা ও অভিজ্ঞতা ওঠে এসেছে এই সাক্ষাৎকারে।

গবেষণার অনুপ্রেরণা কোথায় পান? শিক্ষকতা নাকি গবেষণা কোনটা আপনার প্রথম পছন্দ?

শিক্ষকতা বা গবেষণা আসলে একটি আরেকটির পরিপূরক। আমার কাছে মনে হয়, গবেষণা কিংবা ল্যাবে কাজ করার আনন্দটা আসলেই আলাদা। স্বাধীনভাবে চিন্তার সুযোগ থাকে এবং নতুন নতুন কিছু শেখা যায়।

আপনার পছন্দের কোন জার্নাল কি আছে যেখানে ভবিষ্যতে গবেষণা প্রকাশ করতে চান?

এর উত্তর দেওয়া আসলে একটু কঠিন। দুই ধরনের জার্নাল আছে, ওপেন অ্যাকসেস জার্নাল ও সাবস্ক্রিপশন জার্নাল। যেহেতু ফার্মেসী ফিল্ডে ওপেন অ্যাকসেস জার্নালে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একটা বড় অঙ্কের চার্জ দিতে হয়, আমার মতে যদি আমাদেরকে সে অনুদানটা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের সাইটেশনটাও বাড়বে। ভবিষ্যতে পরিকল্পনা আছে সাবস্ক্রিপশন জার্নালে প্রকাশ না করে ওপেন অ্যাকসেস জার্নাল প্রকাশ করার।

গবেষণা হাই র‍্যাংকিং জার্নালে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কোন কোন ধাপ অনুসরণ করছেন?

আগের প্রকাশনাগুলোতে কিছু রিভিউ এবং কমেন্ট থাকে যা আমাকে বেশ সাহায্য করেছে। আমি সেগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করি এবং কোন কোন অংশে আরও ভালো করার সুযোগ আছে তা দেখি।

আপনি তো সম্প্রতি বলা যায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'ভিসি অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন। আপনার অনুভূতি আমাদের সাথে ভাগাভাগি করুন...

গবেষণায় ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড পাওয়াটা কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারই প্রথম। আমি অবশ্যই চাইবো সামনের বছর যেন গবেষণায় অ্যাওয়ার্ড পাওয়া শিক্ষকদের সংখ্যা আরও বেশি হয় এবং আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো সামনে জেনারেল ক্যাটাগরি থেকে স্পেশাল বা আউটস্ট্যান্ডিং পজিশনে যেতে।

ফার্মেসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাদিয়া জাহান

কুবিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আপনার গবেষণা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন? আমার বা আমাদের গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে অবশ্যই কাজ করছে। কারণ আমাদের জার্নালগুলো প্রকাশ হওয়া মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং এগিয়ে যাওয়া। এখানে প্রকাশনাসমূহের এবং প্রকাশকদের নিয়ে বাৎসরিক একটা মূল্যায়ন করা হয়। সেখানে কিন্তু আমাদের জার্নালগুলো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং এগিয়ে নিয়ে যাবে। এছাড়াও আমাদের যে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গবেষণায় নিয়োজিত তারা এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছে। তারা যখন বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিতে যাবে আমি মনে করি তারা তাদের এই হাতেকলমে শিক্ষার পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে।

নিজে গবেষণার পাশাপাশি আপনি শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করেন?

শিক্ষার্থীদেরকে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে অনেক বেশি কাজে জড়িত করা যায়। আমি আমার প্রজেক্ট বা থিসিসে শিক্ষার্থীদের একা কাজ করতে দেইনি। সব শিক্ষার্থী যাতে কাজে অংশগ্রহণ করে সেটা দেখার চেষ্টা করি। যেহেতু অনার্স বা মাস্টার্সে কেবল থিসিস বা গবেষণা করার সুযোগ আছে, আমি আমার দ্বিতীয় বর্ষ বা তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদেরও কাজে জড়িত করার চেষ্টা করি।

শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করার জন্য আপনার পরিকল্পনা কী?

শিক্ষকদের গবেষণা মানেই শিক্ষার্থীদের গবেষণা, শিক্ষকদের প্রকাশনা মানেই শিক্ষার্থীদের প্রকাশনা। শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা গবেষণায় বড় একটা ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের পাশাপাশি থেকে হাতে-কলমে গবেষণার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পারদর্শী হয়ে উঠে। শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করার জন্য সেমিনার কিংবা বিভাগভিত্তিক আলাদা আলাদা সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে।

নতুন কোন গবেষণা বা প্রজেক্টে কাজ করছেন কিনা বা করটা করছেন?

আমি বর্তমানে দুটি প্রজেক্টে কাজ করছি। একটা হচ্ছে Evaluation of Anti-diabetic Activity of Calicia repents plants Rosovastitine Analytical method validation inciliquest study. (পাতার কাণ্ড থেকে ওষুধ তৈরি করি তাহলে আমরা কী ধরণের ফলাফল পাবো, আরেকটা হচ্ছে রোজোবাস্টেটিন এবং তার মেটাবোলেটগুলো শরীরে কতটুকু প্রভাব ফেলে তার উপর)

আপনি গবেষণার মধ্য দিয়ে আগামী ৫ বছরে নিজেকে ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে কোন স্তরে দেখতে চান?

আমি আমার গবেষণার কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে শুরু করেছি। আমি এখন একটা প্রজেক্টে ওষুধ আবিষ্কার নিয়ে কাজ করছি, যাতে পাঁচ বছর পরে গিয়ে বলতে পারি, আমি ওষুধ আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছি।

একজন গবেষক ও পাশাপাশি শিক্ষক হিসেবে কী কী সুযোগ সুবিধা পেলে গবেষণা কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করেন?

ইতোমধ্যেই আমাদের উপাচার্য স্যার অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য শিক্ষকদের প্রণোদনা দিয়েছেন। অনেক শিক্ষক প্রণোদনা নিচ্ছেন এবং দেশি-বিদেশি কনফারেন্সগুলোতে অংশগ্রহণ করছেন। শিক্ষকদের আসলে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে অ্যাওয়ার্ড প্রদান এবং প্রণোদনা দেওয়াটা আমার মনে হয় অনেক বেশি কার্যকর।

ওয়েবমেট্রিক্স র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি

প্রথম পাতার পর

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আব্দুল মঈন বলেন, 'এটা আমাদের জন্য আরও একটি বড় অর্জন। আমরা শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রচারের জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গী নির্ধারণ করেছিলাম, এখন সেই কৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করছে। আমি সকলকে (শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক) আমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং মেধা ও গবেষণার প্রচারের জন্য যে কার্যক্রম নিয়েছি তা সমর্থন করতে আহ্বান জানাই।'

উল্লেখ্য, ওয়েবমেট্রিক্স প্রতিবছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে বিশ্বের ২০০টিরও বেশি দেশের ৩০ হাজার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনায় নিয়ে এই র‍্যাংকিং প্রকাশ করে থাকে।

কুবিতে প্রথম

শুদ্ধাচার, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি চালু

বার্তা প্রতিবেদক

বাঁ থেকে (উপর) জান্নাতুল ফেরদৌস, শারমিনা আজার সুমি, ঐশী কিনতে মোর্শেদ (নিচ) শামীমা সুলতানা শান্ত, চৈতী চাকমা ও খন্দকার নাঈমা আজার নুন

প্রথমবারের মতো কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নওয়াব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী হলে তিনটি ক্যাটাগরিতে ৬ জন ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। শুদ্ধাচার, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এই তিন ক্যাটাগরিতে গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২২ পেয়েছেন জান্নাতুল ফেরদৌস, সংস্কৃতি বিষয়ক পুরস্কার শামীমা সুলতানা শান্ত ও খন্দকার নাঈমা আজার নুন এবং ক্রীড়া বিষয়ক পুরস্কার পান শারমিনা আজার সুমি, ঐশী কিনতে মোর্শেদ ও চৈতী চাকমা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মঈন বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে এ হলের মধ্য দিয়ে এ পুরস্কার চালু হলো। হলের ছাত্রীরা চমৎকার পারফর্ম করে। এ ধরনের সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পর্যায়ে এই বৃত্তি চালু করা হবে।'

শুক্রবার
৩১ মার্চ, ২০২৩
১৭ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ,
৮ রমজান, ১৪৪৪ হিজরি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

টানা দ্বিতীয়বার বিভাগীয় পর্যায়ে আইসিপিসি চ্যাম্পিয়ন কুবি

বার্তা প্রতিবেদক

আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার (আইসিপিসি, এশিয়া) বাংলাদেশ পর্বে চট্টগ্রাম বিভাগে প্রথম ও জাতীয় পর্যায়ে ২৮তম স্থান অর্জন করেছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) বিভাগের দল সিওইউ আনপ্রেডিক্টেবল-৩২০৭। দেশের ৯২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬২টি দলের মধ্যে এ সম্মান অর্জন করে তারা।

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিওইউ আনপ্রেডিক্টেবল-৩২০৭ দলের সদস্যরা হলেন, আইসিটি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী অনিক চক্রবর্তী, ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম রিয়াদ, ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ইফতেখার নাহিম।

গত ১১ মার্চ রাজধানীর গ্রীন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে গত ১১ ফেব্রুয়ারি প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ১২৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৪৮টি দল অংশ নেয়। সেখান থেকে ১৭০টি দল ছূড়ান্ত হয়।

নিজেদের এ অর্জন নিয়ে দলটির সদস্য ইফতেখার নাহিন বলেন, আইসিটি বিভাগে ভর্তির পর থেকেই প্রোগ্রামিংয়ের প্রতি আমার আগ্রহ জন্ম নেয়। আর এই আগ্রহ থেকেই প্রথম বর্ষ থেকে প্রোগ্রামিং শুরু করি। আমি এখন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। তবে আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে আইসিপিসিতে অংশগ্রহণ করা। আমি দুইবার সিওইউ আনপ্রেডিক্টেবল থেকে অংশগ্রহণ করেছি এবং দুবারই চট্টগ্রাম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কুবি। এটা আমার কাছে অনেক বেশি গর্বের।

আইসিটি বিভাগের প্রভাষক ও প্রোগ্রামিং দলের কোচ মাকসুদুর রহমান বলেন, 'আমরা প্রোগ্রামিংয়ে ভালো করার জন্য ২০২২ সালের শুরু থেকেই বেশ কিছু পদক্ষেপ নেই। যার ফলস্বরূপ গতবছর ও এবার চট্টগ্রাম বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি সামনে আরও ভালো করার। আশা করছি এ বছর নভেম্বরে আইসিপিসির পরবর্তী প্রতিযোগিতায় আমাদের দল জাতীয় পর্যায়ে সেরা দশের মধ্যে জায়গা করে নিতে পারবে।'

উল্লেখ্য, আইসিপিসি এশিয়া ঢাকা অঞ্চল পর্বের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি দল। প্রথম স্থান দখল করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির 'ডিইউ ক্রোনোস' দল ও দ্বিতীয় হয়েছে 'ডিইউ নট রেডি ইয়েট' দল।

বাঁ থেকে আইসিটি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী অনিক চক্রবর্তী, ১৪তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ইফতেখার নাহিম ও ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম রিয়াদ। ছবি: কুবি বার্তা

রিসাইকেলযোগ্য বর্জ্য, কম্পোস্ট বর্জ্য ফেলার জন্য কুবিতে স্বাস্থ্যসম্মত বিন স্থাপন করা হয়েছে। ছবি: জাভেদ রায়হান

কুবিতে প্রথম

স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস গড়ার লক্ষ্যে তিন ধরনের ডাস্টবিন স্থাপন

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখার জন্য স্থাপন করা হয়েছে তিন ধরনের ডাস্টবিন। গত ১০ জানুয়ারি এই বিনের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আব্দুল মঈন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ ১০টি জায়গায় এই ডাস্টবিনগুলো স্থাপন করা হয়।

উদ্বোধনের সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, এখানে ডাস্টবিন রয়েছে তিন রঙের। একটি রিসাইকেল যোগ্য বর্জ্য ফেলার জন্য, একটিতে কম্পোস্ট বর্জ্য ফেলার জন্য এবং অন্যটিতে অপচনশীল বর্জ্য ফেলার জন্য। বিনগুলো ব্যবহারে আমাদের সতর্ক হতে হবে। এগুলো আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ, রক্ষার দায়িত্বও আমাদের।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামান, প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) কাজী ওমর সিদ্দিকী, আই-কিউএসি'র পরিচালক ড. রশিদুল ইসলাম শেখ, ছাত্র উপদেষ্টা ড. মোহা হাবিবুর রহমানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

বাংলাদেশের সর্বাধুনিক রোবট

থ্রিডি প্রিন্টেড মানব রোবট তৈরি করলো কুবি শিক্ষার্থীরা

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) একদল রোবটপ্রেমী শিক্ষার্থীর দল 'কোয়ান্টা রোবটিক্স'। এবার এই দলটি তৈরি করেছে 'নিকো' নামের একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন রোবট। কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে এবং জেলা প্রশাসনের অর্থায়নে এই রোবটটি তৈরি করেছে তারা।

রোবটটি তৈরি করতে কাজ করেছেন কোয়ান্টা রোবটিক্সের প্রধান কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সঞ্জিত মন্ডল। হেড প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করেছেন আইসিটি বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জুয়েল নাথ। এছাড়াও রোবটটি তৈরিতে আরও কাজ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগের শিক্ষার্থী অনিক চক্রবর্তী, তাওসীফ বিন পারভেজ ও মহিউদ্দিন খান মাহিন।

নির্মাতা দলের সাথে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘ ১ বছর পরিশ্রম করে 'নিকো' নামে একটি রোবট তৈরি করেছে এই দল। নিকোলাস টেসলার নাম থেকে 'নিকো' শব্দটি নিয়ে তারা তাদের রোবটের নাম দিয়েছেন নিকো। এটি তাদের তৃতীয় রোবট। এই রোবটকে থ্রিডি প্রিন্টেড রাসবেরি পাইভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বাংলাদেশের সর্বাধুনিক মানব রোবট বলে মনে করেন তাঁরা।

বাঁ থেকে (উপর) মহিউদ্দিন খান মাহিন ও অনিক চক্রবর্তী, জুয়েল নাথ (নীচে), সঞ্জিত মন্ডল ও তাওসীফ বিন পারভেজ। ছবি: কুবি বার্তা

রোবটটি তৈরিতে ব্যবহার করা হয়েছে নিকো ভার্সন ১.০, স্পিড ১.৫ গিগাহার্জ, সিক্সটি ফোর বিট কোয়াড কোর এআরএম প্রসেসর, ৮ গি-গাবাইট র‍্যাম এবং ১২০ গিগাবাইট রম। ২৯টি শক্তিশালী সার্ভো মোটর ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার বডি পার্টস মুভমেন্টের জন্য, চলার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে হাই টর্কের ডিসি মোটর।

এছাড়াও পরিচালনা করার জন্য রয়েছে সেভেন ইঞ্চি রাসবেরি পাই টাচ ডিসপ্লে। এটি কোনো প্রকার তার সংযোগ ছাড়াই সরাসরি রোবটের সাথে কথা বলে রোবটটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কোয়ান্টা রোবোটিক্স দলের প্রধান সঞ্জিত মন্ডল বলেন, 'রোবটটিকে কর্মক্ষেত্রে যেকোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে। মানুষের মতোই যেকোনো কাজ করতে সক্ষম আমাদের এই রোবট। রোবটটিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারের কারণে মানুষের মতোই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করতে পারবে এবং এক চার্জেই প্রায় সাড়ে ছয় ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ দিতে সক্ষম আমাদের এই রোবটটি।'

তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশে এমন ধরনের রোবট সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করা হয়েছে কুমিল্লা জেলা প্রশাসনের নির্মিত ফ্যাভ ল্যাবে। রোবট 'নিকো' আমাদের নির্মিত তৃতীয় রোবট যা বাংলাদেশের সবচাইতে অ্যাডভান্স রোবট। এর পূর্বে বাংলাদেশ আগে কখনোই ফুল থ্রিডি প্রিন্টেড রাসবেরি পাই ভিত্তিক কোনো রোবট তৈরি হয়নি।'

কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলেন, 'রোবটটি তৈরিতে কাজ করেছে এক ঝাঁক

পরবর্তী অংশ ২ এর পাতায়

গত বছরের তুলনায় এবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ অর্জনে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সাফল্য

বার্তা প্রতিবেদক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (এনএসটি) ফেলোশিপ ২০২২-২৩ এর জন্য কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) ৪২ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী মনোনীত হয়েছেন। মনোনীতদের মধ্যে একজন শিক্ষক ও ৪১ জন শিক্ষার্থী।

গত ২৯ ডিসেম্বর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব খান মো. রেজা-উল-নবী স্বাক্ষরিত দুটি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, দুই ক্যাটাগরিতে (ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান) ৪২ জনের মধ্যে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. তোফায়েল আহমেদ ও বাকী ৪১ জন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১১ জন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি বিভাগের, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ৯ জন, কার্মেসী বিভাগের ৮ জন, রসায়ন বিভাগের ৬ জন, গণিত বিভাগের ৪ জন এবং পরিসংখ্যান বিভাগের ৩ জন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'গত বছরের তুলনায় এবার ফেলোশিপ অর্জনে আমাদের শিক্ষার্থীদের সাফল্য বেড়েছে। এটি গবেষণায় তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহকেই প্রকাশ করছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা টেকসইভাবে তাদের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করবো।'

উল্লেখ্য, ৪১ জন শিক্ষার্থীদের প্রতিজন ৫৪ হাজার এবং শিক্ষক পাবেন তিন লাখ টাকা।

কুবিতে প্রথম

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা ও অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডারসহ নতুন শিক্ষার্থীদের বুকলেট প্রদান

বার্তা প্রতিবেদক

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো নবীনদের বুকলেট প্রদান করা হয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারি সকাল ১১টায় ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের হাতে বুকলেট তুলে দেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন।

বুকলেট বিতরণের সময় নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এফ এম আবদুল মঈন বলেন, 'প্রথমবারের মতো আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নতুন শিক্ষার্থীদের বুকলেট প্রদান করেছি। এতে নবাগত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়মনীতি সম্পর্কে জানতে পারবে।'

তিনি আরও বলেন, 'অনেক সময় এসব নিয়মনীতি সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা অনিচ্ছাকৃতভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে যা তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটায়। আমি বিশ্বাস করি, এই বুকলেট এর মাধ্যমে তারা যখন নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অবহিত হবে তখন এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে তারা আরও বেশি সচেতন হতে পারবে। আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্তিপূর্ণ ও শিক্ষাবান্ধব করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর।'

উল্লেখ্য, এই বুকলেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নিয়মকানুন, প্রক্টরিয়াল নিয়মাবলী, সেন্ট্রাল হ্যারেসমেন্ট নিয়মাবলী, পাঠাগারের নিয়মাবলী এবং সেশন জট কেন না হয় সেজন্য অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।

বুকলেট হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত নবীন শিক্ষার্থীরা। ছবি: কুবি বার্তা

সম্পাদনা পরিষদ: মাহমুদুল হাসান, কাজী এম. আনিছুল ইসলাম, আলি আহসান, মুতাসিম বিল্লাহ ও মোহাম্মদ এমদাদুল হক। পৃষ্ঠসজ্জা: জান্নাতুল ফেরদৌসী। সার্বিক সহযোগিতায়: নার্গিস আক্তার, সানজিদা ঋতু, তরিকুল ইসলাম, অনন মজুমদার, ইমতিয়াজ হাসান, জাভেদ রায়হান, হুমায়রা কবির ও ওয়াফা রিমু। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এবং কুমিল্লা-৩৫০০ থেকে মুদ্রিত। ওয়েবসাইট: www.cou.ac.bd.